যুগান্তর

তারিখ ... 07.SEP.2015 ...
পৃষ্ঠা ... 20 ... কলাম ... 6 ...

পাঠ্যবইয়ে আজও অন্তর্ভুক্ত হল না ভূমি আইন

ডিসিদের প্রস্তাব ফাইলবন্দি

বিশেষ সংবাদদাতা

মোট জনসংখ্যার বিপরীতে দেশে ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা খুবই কম। তাই প্রত্যেক নাগরিকের নিজের স্বার্থেই ভূমিসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় আইন-কানুন ও নিয়মাবলী সবার জানা জরুরি। এমন বাস্তবতা থেকে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে বেশ কয়েক দফায় ডিসি সম্মেলনে আলোচনা হয়েছে। এমনকি ঢাকার একজন সাবেক ডিসি চার বছর আগে এর বহুবিধ গুরুত্ব তুলে ধরে শিক্ষা সচিবসহ সরকারের সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে চিঠি দিয়েছেন। প্রস্তাব দিয়েছেন বিষয়টি পাঠ্যবইয়ে অন্তর্ভুক্তির। কিন্তু বাস্তবতা হল আজও এ বিষয়ে কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি। এ প্রসঙ্গে রোববার শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম আইন : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

আইন : হল না

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

নাহিদ যুগান্তরকে বলেন, 'আসলে আমাদের যত সমস্যা তার বেশির ভাগই জমি নিয়ে। অনেকে লেখাপড়া শেষ করেছেন। কিন্তু দেখা যায়, তিনি জমি সম্পর্কে কিছুই বলতে পারেন না। তাই আমরা মনে করি, প্রত্যেক মানুষেরই ভূমিসংক্রান্ত আইন-কানুন সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান থাকা দরকার। এজন্য বিষয়টি আমাদের বিবেচনায় রয়েছে।'

জানা গেছে, ২০১১ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ঢাকা জেলার তৎকালীন ডিসি (জেলা প্রশাসক) মো. মহিবুল হক (বর্তমানে অতিরিক্ত সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়) শিক্ষা সচিব ও ভূমি সচিবের কাছে এ বিষয়ে একটি চিঠি দেন। এতে তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকে ভূমিসংক্রান্ত আইন-কানুন ও নিয়মাবলী অন্তর্ভুক্ত করার ওপর গুরুত্বারোপ করে বিভিন্ন যুক্তি ও বাস্তবতা তুলে ধরেন । বলা হয়, প্রতিটি উন্নয়ন পরিকল্পনায় ভূমির বিষয়টি অত্যাবশকীয় বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত। প্রতিটি, নাগরিক জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ভূমির সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত থাকেন। ভূমি কেনা-বেচা, মালিকানা অর্জন, আদালতের মাধ্যমে অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ভূমি রেকর্ডের বিষয়ে প্রতিনিয়ত প্রতিটি নাগরিকের ভূমিসংক্রান্ত অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়। তাই এ বিষয়ে প্রত্যেকেরই প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকা জরুরি।

এই চিঠির এক স্থানে বলা হয়, আমাদের দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বিভিন্ন পাঠ্যবইয়ে সামাজিক সচেতনতামূলক বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকলেও ভূমিসংক্রান্ত জীবনঘনিষ্ঠ বিষয় পাঠ্যপুস্তকে নেই। তাই বাস্তব অর্থে সমাজের কোনো স্তরেই ভূমি বিষয়ক শিক্ষা প্রদানের কোনো ব্যবস্থা নেই। কোনো ব্যক্তি প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষাস্তরের যে কোনো পর্যায়ের শিক্ষা লাভ করলেও ভূমিসংক্রান্ত কোনো জ্ঞান অর্জন করতে পারেন না। এতে করে ভূমি বিষয়ে সাধারণ জ্ঞানের অভাবে নাগরিকদের প্রতিনিয়ত ভূমি বিষয়ক সেবা পেতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। ইউনিয়ন ভূমি অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস, সেটেলমেন্ট অফিস, সাব-রেজিস্ট্রি অফিসসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্থানে হয়রানির শিকার হতে হয়।

এদিকে মাঠ প্রশাসনে এসিল্যান্ড এবং ইউএনও পদে দায়িত্ব পালন করেছেন এমন বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা যুগান্তরকে বলেন, ভূমিসংক্রান্ত সাধারণ জ্ঞানসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি বহু আগে পাঠ্যবইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এখনও কেন করা হচ্ছে না তা তাদের কাছে বোধগম্য নয়। তারা বলেন, কর্মক্ষেত্রে এমন ঘটনাও প্রত্যক্ষ করেছেন যে যিনি কয়েকশ' বিঘা সম্পত্তির মালিক তিনিও ভূমিসংক্রান্ত অনেক সাধারণ বিষয় জানেন না। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চ শিক্ষা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকরি করছেন এমন ব্যক্তিও খাজনা খারিজ, মিউটেশন, নামজারি ও জমাভাগের মধ্যে পার্থক্য খুঁজে বেড়ান। অথচ বাস্তবে এ চারটি বিষয়ের মধ্যে কোনো ভিন্নতা নেই। একই বিষয় ঘুরিয়ে ভিন্ন নামে বলা হয়। তাই অনেক সময় ভূমি অফিসের কর্মকর্তারা একই বিষয়ে কাজ করে দেয়ার নামে তিন-চার দফায় উৎকোচও নিয়ে থাকেন। তিনি বলেন, কারও নামে জমি রেকর্ড থাকলে তার আর নামজারি করার প্রয়োজন নেই। অথচ অনেকে রেকর্ড থাকা সত্ত্বেও নামজারি করতে আসেন। শুধু সাধারণ বিষয় না জানার কারণে অহেতুক হয়রানি হয়ে থাকেন। অপর একজন কর্মকর্তা বলেন, বহু উচ্চ শিক্ষিত লোকজন মৌজা, দাগ-খতিয়ান, মাঠ পর্চার বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে কিছু জানেন না। বলতে পারেন না ভূমি জরিপ কিভাবে হয় এবং কখন কোন পর্যায়ে তা গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়। ৩০ ধারা, ৩১ ধারায় কী হয়, কোন পর্যায়ে কোথায় আপিল করতে হয় প্রভৃতি। একজন অতিরিক্ত সচিব বলেন, বহু ফৌজদারি মামলার পেছনে ভূমিসংক্রান্ত বিরোধ জড়িত।

এছাড়া জমাজমির মামলাও বছরের পর বছর ধরে ঝুলে থাকে। তাই ভূমিসংক্রান্ত জটিলতা এড়াতে প্রতিটি নাগরিকের শিক্ষাজীবনে এ বিষয়ে প্রয়োজন জ্ঞান আহরণ করা জরুরি।

এদিকে এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ আরও বলেন, ভূমিসংক্রান্ত আইন-কানুন ও নিয়মাবলী পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে বাস্তব কিছু সমস্যাও রয়েছে। সেটি হচ্ছে, বইয়ের আকার। তিনি বলেন, অনেকেই বলে থাকেন যে, বইয়ের আকার ছোট রাখতে হবে। চ্যাপ্টার বাড়ানো যাবে না। এতে শিক্ষার্থীর ওপর বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। তাই পাঠ্যবই প্রণয়নে আমাদের এদিকেও নজর রাখতে হয়। তিনি বলেন, কেবল ভূমিসংক্রান্ত বিষয়ই নয়, আরও ৩০-৪০টি প্রস্তাব আমাদের কাছে আছে, যা পর্যায়ক্রমে পাঠ্যবইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। যেহেতু বইয়ের আকারের দিকে তাকাতে হয়, তাই সবকিছু হয়তো আমরা অন্তর্ভুক্ত করতে পারছি না। তবে ভূমিসংক্রান্ত বিষয়টি যেহেতু খুবই জরুরি, তাই এটি আমাদের সক্রিয় বিবেচনায় আছে।